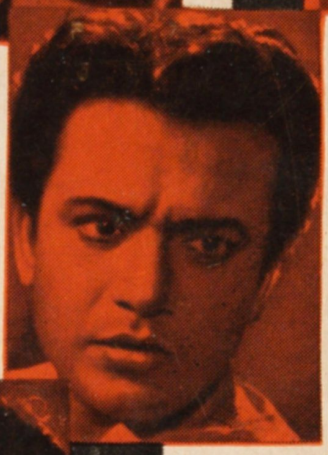

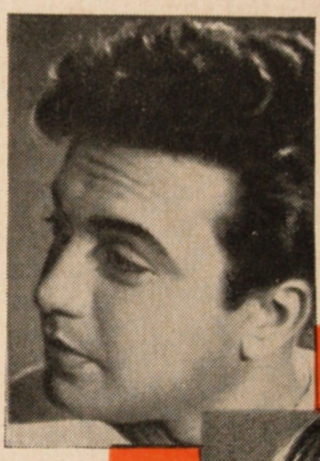

উত্তমকুমার

প্রযোজিত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিরচিত

ভ্রান্তিবিলাস

উত্তমকুমার ফিল্মস প্রাঃ লিঃ এর

প্রথম চিত্রার্ঘ্য

ভ্রান্তিবিলাস

পরিচালনাঃ মানু সেন ★ সংগীতঃ শ্যামল মিত্র

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য
আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত
চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা
বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণ : সুজিত সরকার
শিল্পনির্দেশনা : সুনীল সরকার
রসায়নাগারিক : আর. বি. মেহতা
কেশ বিন্যাস : গৌরী দেবী
দৃশ্যাংকন : রামচন্দ্র সিণ্ডে
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
বিধায়ক ভট্টাচার্য

কর্মসচীব : তরুণ কুমার
শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল
সংগীতগ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ
রূপসজ্জা : শক্তি সেন, বসির আমেদ
কর্মাধ্যক্ষ : কৈলাস বাগচী
সহযোগী পরিচালনা : হিমাংশু দাশগুপ্ত
শশাংক সোম
স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ
প্রচার শিল্পী : আর্টিষ্টস্ কনসার্ণ

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : বিজয় বোস ॥ চিত্রশিল্পে : দুর্গা রাহা, নুরু ॥ শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, জ্যোতি চট্টো, ভোলা সরকার, এ্যাডেল ॥ সংগীতে : শৈলেন রায় ॥ সম্পাদনায় : হরিনারায়ণ মুখো: ব্যবস্থাপনায় : সন্দীপ পাল, বিজয়, সুবীর ॥ শিল্পনির্দেশনায় : রবি দত্ত ॥ রূপসজ্জায় : পাচু দাস, পঞ্চু দাস ॥ সাজসজ্জায় : বরেন দত্ত ॥ রসায়নাগারে : মোহন চ্যাটার্জি, তারাপদ চৌধুরী, অবনী রায়, ধীরেন বিশ্বাস ॥ আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, দুখীরাম, মালো সিং, বেণু ধর, রামলেখন ॥ দৃশ্য সংগঠনে : ফেলু, কালাচাঁদ, কেষ্ট, লালমোহন, ভুপা, মনি, গোপাল, সুশীল, হারা ॥ বুমম্যান : মনি ॥

কণ্ঠ সংগীতে : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও নির্মলা মিশ্র

যন্ত্রসংগীত : সুর ও শ্রীঅর্কেষ্ট্রা ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনা : ধীরেন দাস ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

নিউ থিয়েটার্স এক নং ষ্টুডিয়োতে ওয়েষ্ট্রেক্স শব্দযন্ত্রে গৃহীত
এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রা: লি:-এ পরিস্ফুটিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুনীল রায় চৌধুরী, গোপাল ঘোষ, নৃপেন ব্যানার্জি (নেপা) সমর গুপ্ত, মধুসূদন মজুমদার (দেবসাহিত্য কুটির), এইচ, পি, সরকার (জুয়েলার্স) মি, দুবে (শিলাও থানা), তারিণী প্রসাদ রায় (বক্তিয়ারপুর), কে প্রসাদ (বিহার সরীফ), ডা: বিবেক সেনগুপ্ত, ষ্টেশন মাষ্টার (নিমিয়াঘাট), মি: সিং (এস, ডি, ও পি-ডব্লু-ডি, রাজগীর)

একমাত্র পরিবেশক : ছায়াবাণী প্রাইভেট লিমিটেড

কাহিনী

চিরঞ্জীব আর চিরঞ্জিৎ। যমজ ভাই। ভাগ্যের খেলায় একজন মানুষ হ'লো কলকাতায়, আর একজন মীরগঞ্জে। একই ভাগ্যের টানে আরো দুটি শিশু ওদের সংগে ভেসে এসেছিলো—তারাও যমজ। শক্তি আর ভক্তি। উপাধি কিংকর। এই দুই ভাই—ওই দুই ভায়ের চাকর।

চিরঞ্জিৎ কলকাতায় মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে কিংকরকে সংগে নিয়ে মীরগঞ্জে এলো কাঠ কিনতে। ষ্টেশনে নামতেই টিকিট কালেক্টর বললেন—নমস্কার। কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি? হতভম্ব চিরঞ্জিৎ বললো—না আমরা যাইনি। আমরা এলুম। পথে নামতেই আর এক ভদ্রলোক বললেন—আপনি বলে দেওয়াতে ছেলের চাকরীটা হয়েছে। চিরঞ্জিৎকে কিংকর বোঝালো—সুন্দর মুখ দেখলে ওরকম শুধোয়। ওরা হোটেলে এলো। কিংকরকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে চিরঞ্জিৎ বললো—এটা কাছে রাখ্। কোথাও বেরোসনি। আমি জংগলে গিয়ে গাছগুলো একবার নিজের চোখে দেখে আসি। এই বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ওদিকে চিরঞ্জীবের বাড়ীতে—তার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভার সংগে বিষম ঝগড়া। একটা জড়োয়া হার গড়াতে এতদিন লাগতে পারেনা। এই অভিযোগ চন্দ্রপ্রভার। খাবারের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিরঞ্জীব সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। শ্যালিকা কুমারী বিলাসিনী সিঁড়িতে পথ আটকালো। তাকে ঠেলে দিয়ে চিরঞ্জীব পথে বেরিয়ে এক টিপ নস্যি নিলো, তারপর হনহন্ ক'রে চলতে শুরু করলো।

বেলা তিনটে বেজে গেল। চন্দ্রপ্রভার ভয় ক্রমশ বাড়ছে। সে আর বিলাসিনী পরামর্শ করলো। বিলাসিনী কিংকরকে ডেকে বললো—বাবুকে খুঁজে নিয়ে এসো। কিংকর বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। একটা বাসও এসে দাঁড়ালো। কিংকর দেখলো তার বাবু সিগারেট খেতে খেতে নামছে। সে ভারী অবাক হ'য়ে কাছে গিয়ে বললো—বেশতো নস্যি নিচ্ছিলেন। আবার সিগারেট ধরলেন কেন? চিরঞ্জিৎ বললো—তুই হোটেল থেকে বেরিয়ে এলি কেন? তোকে না মানা করেছিলাম? তখন কিংকর বললো—মা আর মাসীমা না খেয়ে আছেন,—সংগে সংগে চিরঞ্জিৎ তাকে ধরে মারতে শুরু করলো। কিংকর ছুটে পালিয়ে বাড়ীতে গিয়ে খবর দিলো। এবার বিলাসিনী ভগ্নিপতিকে খুঁজতে বেরোলো। কিংকর গেল একদিকে। বিলাসিনী অন্য দিকে।

হোটেলের দরজা খুলে দিলো কিংকর। চিরঞ্জিৎ বললো—তাহ'লে বুদ্ধি শুদ্ধি হ'য়েছে? তখন অমন আবোল তাবোল বকছিলি কেন? এই কিংকরও মার খেতো, কিন্তু তাকে বাঁচালো হোটেলের ম্যানেজার। তখন চিরঞ্জিৎ আর কিংকর গেল মেলা দেখতে। জংগলের মালিক বলেছে—এ সময় নাকি এখানে জোর মেলা হয়। এই মেলাতে বিলাসিনী পেল চিরঞ্জিতের দেখা। সে তাকে ভগ্নিপতি মনে ক'রে হাজার ওজর আপত্তি সত্বেও বাড়ী নিয়ে এলো। রাত্রে শোবার ঘরে যাবার সময় বার বার চিরঞ্জিৎ বললো—আপনারা ভুল করছেন। আমি অবিবাহিত। নিরুপায় হ'য়ে সে রাগ দেখাতে লাগলো। তার রাগকে মাথার গোলমাল বলে মনে করলো বিলাসিনী আর চন্দ্রপ্রভা।

এদিকে আসল চিরঞ্জীবকে কিংকর খুঁজে পেল ষ্টেশনের বেঞ্চিতে ঘুমন্ত। সেখান থেকে তারা এলো শ্যাকরা বসুপ্রিয়ের দোকানে। হারটা তখনো হয়নি দেখে চিরঞ্জীব বললো—তাহ'লে তুমিও চলো—গিন্নিকে বলে আসবে যে হার আমি গড়াতে দিয়েছি। তখন রাত অনেক। তিন জনে গেল বাড়ীর দিকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাকিতে ঘুম ভাঙলো রূপোর। সে কিংকরের গলা শুনে উঁকি দিয়ে দেখলো ঘরে কিংকর ঘুমুচ্ছে। ওপরে গিয়ে চন্দ্রপ্রভাকে বলে এলো—নিশি ডাকছে। সাড়া দিলেই সর্বনাশ। চিরঞ্জীবের গলা শুনে চন্দ্রপ্রভা দেখলো—চিরঞ্জিৎ দূরে চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে। এরা চেঁচিয়ে, ঢিল ছুঁড়ে ফিরে গেল—চিরঞ্জীবের এক বোন অপরাজিতার বাড়ী।

পরদিন আরো ভুল, আরো নির্যাতনের মধ্যে—ছবির মধুরেন সমাপয়েৎ হোলো। দুদিন পরে মা ফিরে পেলেন তাঁর দুই ছেলেকে।

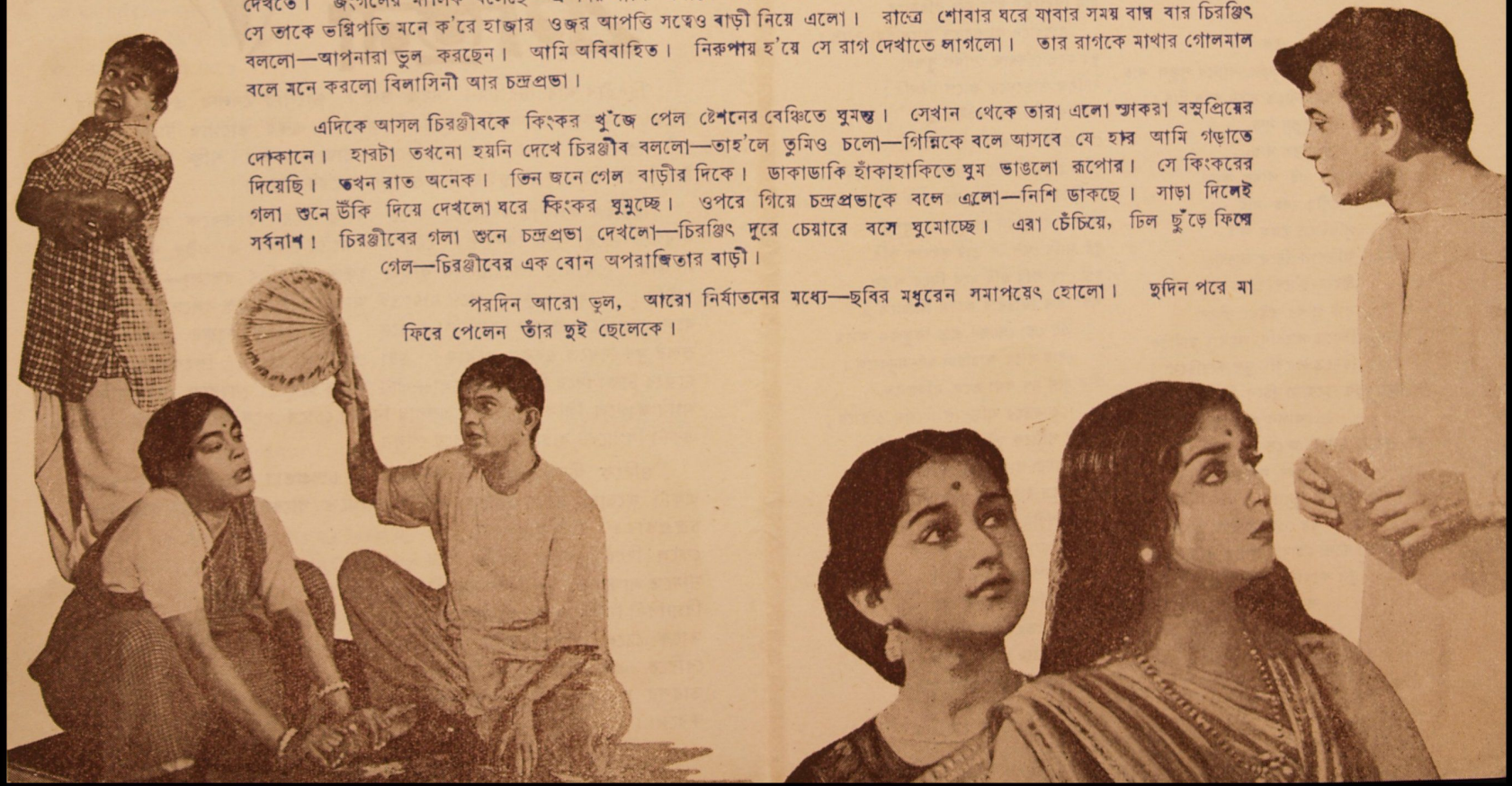

এক

নাচরে পুতুল, নাচরে পুতুল, নাচরে পুতুল নাচ
পুরোনো এই কাহিনীতে নতুন করে বাঁচ !
ও পুতুল নাচ
ও পুতুল নাচ...
ও ভাই অহল্যা নাই পাথর কাঁদে
রূপসীর দেহ নাই
পৃথিবীতে কেহ নাই
অভিশাপ নিয়ে ডাকে
শ্রীরাম চাঁদে ডাকে
তাই পাথর হইয়া কাঁদে
[কারণ—চিনতে পারেনি, অহল্যা স্বামীকে
চিনতে পারেনি ভুল করেছিলো]
ও মেয়ে ভুল করোনা চিনে নিতে
আপন পতিকে
মন্দ কপাল ছলতে আসে
পরম সতীকে ;
ক্ষণকালের চেনার ভুলে
ধর্ম তোমার দিলে তুলে,
তখন কন্যা বলো তোমার শুধবে ক্ষতি কে ?
ভুল করোনা চিনে নিতে
আপন পতিকে ॥

কলস ভরিতে যায় গৌতমের নারী
যৌবনের গরবেতে গরবিনী ভারী ;
মুনি গিয়াছেন বনে যজ্ঞ করিবারে
সাবধানে থাকিবারে আদেশিয়া তারে ।
দূর হতে দেবরাজ দেখিল সুন্দরী
মনসিজ তাড়নেতে কাঁপে থরথরি ;
মনস্থির করে ইন্দ্র রমণীর তরে
গৌতমের রূপ ধরি থাকে পথপরে ।
মুনির প্রেয়সী ফিরে আসে লীলাভরে,
স্বামীরে দেখিয়া পথে লয়ে যায় ঘরে ।
জানিল না বুঝিল না অহল্যা সুন্দরী
দুষ্ট আসি গেল যে তার সর্বনাশ করি !
যজ্ঞ শেষ করি ঋষি ঘরে ফিরে আসে,
পত্নী তার ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসে ;
এই তো গেলেন প্রভু কিছুক্ষণ আগে
মোর সাথে আচরিয়া ধর্ম-অনুরাগে ।
স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে সবিস্তারে
ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন তাহারে ;
আপন পতিকে তুমি চেন নাই নারী,
পাথর হইয়া থাক অপরাধে তারি ;
দশরথ-পুত্র রাম চরণ ছোঁয়ালে
লভিবে শরীর পুনঃ তাঁর কৃপাবলে !
তাই অহল্যা নাই পাথর কাঁদে
রূপসীর দেহ নাই
পৃথিবীতে কেহ নাই
কাতর হইয়া ডাকে
শ্রীরাম চাঁদে ডাকে
তাই পাথর হইয়া কাঁদে !

দুই

তুমি কি সে তুমি নও
সবই আজ নতুন নতুন লাগে,
কি যেন স্বপ্ন মায়ায়
দোলে মন দোদুল দোদুল রাগে ।
মনে হয় কুড়িয়ে পেলাম
কল্প-লোকের চাবি,
অচেনা কাউকে যেন
অনেক চেনা ভাবি ;
ও চোখের ভয় মাখানো লজ্জাটিরে
দেখিনি এমন কোরে তাইতো আগে ।
সে তুমি নাই যদি হও দোষ কি তাতে
ভুলেরই বিলাস ঝরুক সব খেলাতে
কি ভালো লাগছে তোমার
অবুঝ অবুঝ হাসি
কি নেশা দেয় যে গানে
সবুজ প্রাণের বাঁশি
জীবনে এ ভুল কবে সত্যি হবে
সে আশায় বেভুল হৃদয় এই'ত জাগে ।

তিন

সেই বাসরও নেই বাঁশরী নেই
ভোর যে হ'য়ে গেল,
পাখনা মেলার লগ্ন এলো
পাখি কয়ে গেল ।
আঁখি দুটি তাকিয়ে দেখে
শূন্য যে সেই শয্যা
হায়রে অঙ্গ ভরে
বাজে এমন লজ্জা ;
আহা যেতে যেতে ভাবে চরণ
কি যে রয়ে গেল ।।

তোর নাম ধরে ডাকেনি আর
সেই সে বাঁশির রাগিনী
তোরে কি ঘুমেতে পেয়েছে বল
ওরে হতভাগিনী ।
স্বপনে দেখিস যারে
পারলি না'ত জানতে
সে যে ওই দাঁড়িয়ে আছে
তোর বাতায়ন প্রান্তে,
সে যে মনে মনে নয়নে তার
আবেশ লয়ে গেল ।

চরিত্র চিত্রণে
দ্বৈত ভূমিকায়
উত্তম কুমার
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ ভূমিকায়
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
সন্ধ্যা রায়
সবিতা বসু
ছায়া দেবী
লীলাবতী (করালী)
তরুণকুমার
বিধায়ক ভট্টাচার্য
বিমান ব্যানার্জি
অজিত চ্যাটার্জি
ধীরাজ দাস
রতন ব্যানার্জি
ঋষি ব্যানার্জি
রথীন ঘোষ
সুশীল দাস
হেমন্ত বিশ্বাস
চণ্ডী চক্রবর্তী
অরুণ রুদ্র
রবি রায় চৌধুরী
ননী মজুমদার
বুবু গাঙুলী
তমাল লাহিড়ী
বিভূতি ব্যানার্জি
বিজয় চ্যাটার্জি
প্রীতি মজুমদার

রমেন চৌধুরী কর্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত
মুদ্রক · ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
কলিকাতা · ১৩